

শাস্ত্রের প্রয়োজন

যারা বলেন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই,
তাহলে শুনুন ভগবান কবি বলছেন।

.....

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ভগবান কবি বলছেন সটো দেখে নাই...

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ষোড়শ অধ্যায়/২৩ ও ২৪ নং শ্লোক

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ২৩ নং শ্লোক

.....

যঃ শাস্ত্রবধিমিৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সদ্ভিম্বাপ্নোতিনি সুখং ন পরা গতিম্।।২৩

এবার শ্লোকে কবি বলা হয়েছে জনে নাই

যঃ শাস্ত্রবধিমিৎসৃজ্য - (যে শাস্ত্রবধি ত্যাগ করিয়া)

কামকারতঃ (যথচ্ছেচারী হইয়া) বর্ততে (কর্মে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি)

সদ্ভিঃ ন অবাপ্নোতি (সদ্ভি লাভ করিতে পারেনা), ন সুখং (না সুখ), ন পরাং

গতিম্ (না পরাগতি, মোক্ষ) ২৩

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবধি ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছেচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত

হয়, সে সদ্ভি লাভ করিতে পারেনা, তাহার শান্তিসুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ২৪নং শ্লোক

.....

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থতি।।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবধিনোক্তং কর্ম কর্তুমহির্হসি।।২৪

অর্থাৎ অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং

তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাযথ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।

তাই যাহারা বলেন আমাদের শাস্ত্রের দরকার নাই, আসলে ধর্ম নজিরে খয়োল খুশি

মত করে চলার বিষয় নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী বধিনিষিধে মনে চলা উচিত